ইউনিট ৮

পবিত্রতা

পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। কোন কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন করা পূর্বশর্ত ও অত্যাবশ্যক। যেমন: নামায, তাওয়াফ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। তাই আমাদের জানতে হবে কিভাবে পেশাব-পায়খানা ও অন্যান্য অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। অযু, গোসল ও তায়াম্মুম করার পদ্ধতি কী? শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্র করার নিয়ম পদ্ধতি কী? এসব কিছু না জানলে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়গুলোকে আমরা এ ইউনিটে আলোচনা করেছি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : প্রস্রাব-পায়খানা ও অন্যান্য অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ম

❖ পাঠ-২ : অযু-গোসল ও তায়াম্মুম

❖ পাঠ-৩ : শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্রকরণ

পাঠ-১

প্রস্রাব-পায়খানা ও অন্যান্য অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- অপবিত্র বস্তুর প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শরীর ও বিভিন্ন বস্তুকে পবিত্র করার নিয়ম উল্লেখ করতে পারবেন।

নাজাসাত ও এর প্রকারভেদ

'নাজাসাত' অর্থ অপবিত্রতা ও অপবিত্র বস্তু। মানুষ বা জীব-জন্তুর শরীর থেকে যে অপবিত্র ও নাপাক বস্তু বের হয়, একে শরীআতের পরিভাষায় 'নাজাসাত' বলা হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন, নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায় যাকে সুস্থ প্রকৃতি অপবিত্র বলে মনে করে, যাকে সে পরিহার করে এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলে। যেমন, মল-মূত্র, রক্ত, পুঁজ, মদ ইত্যাদি।

নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায় যাকে সুস্থ প্রকৃতি অপবিত্র বলে মনে করে, যাকে সে পরিহার করে এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলে।

অপবিত্র বস্তুর প্রকারভেদ

নাজাসাত বা অপবিত্র বস্তু দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-১. হাকীকী নাজাসাত (প্রকৃতিগত অপবিত্রতা) এবং ২. হুকমী নাজাসাত (বিধানগত অপবিত্রতা)।

হাকীকী নাজাসাত

বস্তুর প্রকৃতিগত অপবিত্রতা নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দৃশ্যমান এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে এবং যা থেকে মানুষ নিজের শরীর, জামা-কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রকে রক্ষা করে। যেমন- মল, মূত্র, বীর্য, পুঁজ, মদ ইত্যাদি।

হাকীকী নাজাসাত: বস্তুর প্রকৃতিগত অপবিত্রতা। নাপাকীর এমন এক অবস্থা যা দৃশ্যমান এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে।

হুকমী নাজাসাত

এমন নাপাকী যা দৃশ্যমান নয় বরং শরীআতের বিধিবিধান থেকে তা জানা যায়। যেমন: অযূহীন অবস্থায় থাকা, গোসলের প্রয়োজন হওয়া। হুকমী নাজাসাতকে হাদাসও বলা হয়। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকার অপবিত্রতা হতে শরীর ও ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখা আবশ্যক।

হুকমী নাজাসাতঃ এমন নাপাকী যা দৃশ্যমান নয় বরং শরীআতের বিধিবিধান থেকে তা জানা যায়।

হাকীকী নাজাসাতের প্রকারভেদ

হাকীকী নাজাসাত আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-১. নাজাসাতে গালীযা এবং ২. নাজাসাতে খফীফা।

নাজাসাতে গালীযা (স্থূল নাপাকি) : মানুষের মলমূত্র, রক্ত, মুখভর্তি বমি, বীর্য, প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত যে কোনো বস্তু, মদ, হারাম পশুর প্রস্রাব-পায়খানা ও দুধ, শুকরের মাংস হাড়সহ সবকিছু। হালাল পশুর পায়খানা এবং হাঁস, মুরগী, পানকৌড়ি ও তিতিরের পায়খানা, পশুর রক্ত, ক্ষতস্থান থেকে নির্গত পূঁজ অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ, নাপাক বস্তু থেকে নিঃসৃত নির্যাস, সকল পশুর রক্ত, মৃত পশুর মাংস, চর্বি ইত্যাদি এবং প্রক্রিয়াজাতহীন চামড়া নাজাসাতে গালিযা হিসেবে গণ্য।

তরল নাজাসাত গালীযা শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা এক দিরহাম (এক টাকার মুদ্রা) তথা হাতের তালুর পরিমাণ হলে তা নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়। গাঢ় ও ওজনে সাড়ে চার মাশা (এক সিকি) পরিমাণ হলে তাও নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়। বর্ণিত পরিমাণের অতিরিক্ত হলে উভয় ক্ষেত্রেই তা ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবে না।

নাজাসাতে খফীফা : হালকা অপবিত্রতা। যথা- গরু, মহিষ ইত্যাদি হালাল পশুর পেশাব, কাক, চিল ইত্যাদি হারাম পাখির মল এবং হালাল পাখির পায়খানা যদি দুর্গন্ধ যুক্ত না হয়।

নাজাসাতে খফীফা নাজাসাতে গালীযার তুলনায় হালকা ও লঘু। নাজাসাতে খফীফা যে স্থানে লাগে সে স্থানের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হিসেবে ধর্তব্য নয়। কাপড়ের যে স্থানে নাপাকী লাগে তার এক চতুর্থাংশ যেমন কাপড়ের আঁচল, জামার হাতা ইত্যাদিতে লাগলে তার এক চতুর্থাংশ অথবা শরীরের যে অংশে নাপাকী লাগে তার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে তা নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়।

নাজাসাতে খফীফা নাজাসাতে গালীযার তুলনায় হালকা ও লঘু। নাজাসাতে খফীফা যে স্থানে লাগে সে স্থানের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হিসেবে ধর্তব্য নয়।

হুমকী নাজাসাতের প্রকারভেদ

হুকমী নাজাসাত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-১. হাদাসে আসগর বা ছোট নাপাকী এবং ২. হাদাসে আকবর বা বড় নাপাকী।

হাদাসে আসগার

হাদাসে আসগার বলতে ঐ সব অবস্থাকে বুঝায় যার কারণে অযু নষ্ট হয়ে যায়।

হাদাসে আসগারের বিধান

সে আসগার বলতে সব অবস্থাকে বুঝায় কারণে অযু নষ্ট হয়ে । হাদাসে আকবর ত ঐ সব অবস্থাকে যার কারণে গোসল

হাদাসে আসগার থেকে পবিত্র হতে হলে উযু করতে হবে। পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার ক্ষতিকারক হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পবিত্র হওয়া যায়। এ হাদাস অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে না। কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে বিনা উযুতে অর্থাৎ হাদাসে আসগার অবস্থায় মৌখিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে।

হাদাসে আকবার

হাদাসে আকবর বলতে ঐ সব অবস্থাকে বুঝায় যার কারণে গোসল ফরয হয়।

হাদাসে আকবারের বিধান

এ হাদাস থেকে পবিত্র হতে হলে গোসল করতে হয়। গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করেও পবিত্র হওয়া যায়। হাদাসে আকবার অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে না। কুরআন স্পর্শ করা যাবে না এবং মসজিদেও প্রবেশ করা যাবে না।

নাজাসাতে হাকীকী থেকে কোন বস্তুকে পবিত্র করার পদ্ধতি

- ধাতু নির্মিত বস্তু যেমন- তলোয়ার, ছুরি, চাকু, সোনা, রূপা তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম স্টিলের বাসন, বাটি, পাতিল, চিনামাটি, কাঁচ, আয়না অথবা পাথরের থালাবাটি ইত্যাদি যা নাজাসাত শোষণ করতে পারে না, এগুলোতে নাপাক লেগে গেল মাটি দিয়ে ঘঁষে মেজে নিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। এমনভাবে ঘঁষে মেজে বা মুছে নিতে হবে যাতে নাজাসাতের কোনো চিহ্ন বা গন্ধ না থাকে।
- এসব জিনিস নকশাখচিত হলে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। অলংকার অথবা নকশা করা পাত্র পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। শুধু ঘঁষলে অথবা ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে তা পবিত্র হবে না।
- ধাতু নির্মিত থালাবাটি অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন- চাকু, ছুরি, চিমটি, মাটি বা পথরের থালাবাটি প্রভৃতি আগুনে পোড়ালে পবিত্র হয়ে যায়।
- চাটাই, খাট, টেবিল, বেঞ্চ অথবা এ ধরনের কোন জিনিসের উপর ঘন বা তরল নাপাক লেগে গেলে শুধু মুছে ফেললে পবিত্র হবে না। পানি দ্বারাও ধুয়ে ফেলতে হবে।

শরীর বা অন্য বস্তু পবিত্র করার নিয়ম

- শরীরে নাজাসাতে হাকীকী লাগলে তিনবার ধুয়ে নিলে তা পবিত্র হয়ে যায়। শরীরে নাপাক তেল অথবা অন্য কোনো তৈলাক্ত কিছু মালিশ করলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেই শরীর পবিত্র হয়ে যাবে।
- যদি নাপাক রঙে শরীর বা চুল রাঙানো হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত ধুতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার পানি বের হয়। রঙ তুলে ফেলার দরকার নেই।
- মোজা, জুতা অথবা চামড়ার তৈরি অন্যান্য জিনিস যদি নাপাক হয়ে যায় আর নাপাক জমাট বাঁধা ঘন হয় যেমন- গোবর, পায়খানা, রক্ত, বীর্য প্রভৃতি তাহলে নাজাসাত ঘঁষে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে।
- আর নাপাক যদি তরল হয় এবং শুকিয়ে যাওয়ার কারণে দেখা না যায়, তাহলে না ধোয়া পর্যন্ত তা পবিত্র হবে না। ধুয়ে ফেলার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বার ধোয়ার পর এতটা বিলম্ব করতে হবে যেন পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তিনবার ধুতে হবে।
- কাপড়ে নাপাক লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকবার ভালো করে নিংড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধোয়ার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায় কিংবা দাগ থাকে তাতে কোন অসুবিধে নেই, পবিত্র হয়ে যাবে।
- নাপাক যদি এমন জিনিসে লাগে যা নিংড়ানো যায় না যেমন-খাট, পালং, মাদুর, পাটি, চাটাই, মাটির পাত্র, কলস, বাসন, চীনা মাটির পাত্র, পেয়ালা, বোতল ইত্যাদি। এগুলো পবিত্র করার নিয়ম এরূপ তিনবার ধুয়ে নিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে।
- দু'পাট্টা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাট্টা যদি পবিত্র ও অপর পাট্টা অপবিত্র হয়, তাহলে ঐ পবিত্র পাট্টার উপর নামায আদায় করলে নামায আদায় হয়ে যাবে।
- মাটি থেকে গজানো ঘাস, শস্য, গাছের চারা নাপাক হওয়ার পর তা শুকিয়ে গেলে পবিত্র হয়ে যায়।
- চুন, সুরকী বা সিমেন্ট, বালি দিয়ে গাঁথা ইট নাপাক হলে তা শুকিয়ে গেলে পবিত্র হয়ে যায়। আর গাঁথুনি ছাড়া বিছানো ইট নাপাক হলে তা অপবিত্র। তার উপর পবিত্র বিছানা না বিছালে নামায শুদ্ধ হবে না। তবে লেপা গোবর ভালভাবে শুকিয়ে গেলে তার উপর ভিজা কাপড় বিছিয়েও নামায আদায় করা বৈধ। অবশ্য কাপড় যদি এত বেশি ভিজা হয় যে, এতে গোবর লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে নামায শুদ্ধ হবে না।
- অপবিত্র মাটি দ্বারা হাঁড়ি-পাতিল বানালে কাঁচা থাকা পর্যন্ত তা অপবিত্র থাকে। আগুনে পোড়াবার সাথে সাথে তা পবিত্র হয়ে যায়।
- যে জমিন গোবর দ্বারা লেপা হয় তা অপবিত্র। তার উপর পবিত্র বিছানা না বিছালে নামায শুদ্ধ হবে না। তবে লেপা গোবর ভালভাবে শুকিয়ে গেলে তার উপর ভিজা কাপড় বিছিয়েও নামায আদায়

তেল, ঘি, মধু, সির
শরবত অপবিত্র হয়ে
গেলে তাতে সমপরি
বা ততোধিক পানি
পানি ফুটাতে হবে।
শেষ হবার পর পুনর
পরিমাণ পানি দিয়ে
আবার ফুটাতে হবে

করা বৈধ। অবশ্য কাপড় যদি এত বেশি ভিজা হয় যে, এতে গোবর লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে নামায শুদ্ধ হবে না।

- প্রক্রিয়াজাত করার পর প্রত্যেক চামড়া পবিত্র হয়ে যায়। সে চামড়া হালাল পশুর হোক বা হারাম পশুর হোক। কিন্তু শুকরের চামড়া কোন ক্রমেই পবিত্র হবে না।

তরল ও তৈলাক্ত জিনিস পবিত্র করার নিয়ম

- অপবিত্র তৈল অথবা চর্বি থেকে সাবান তৈরি করলে সাবান পবিত্র হয়ে যায়।
- তেল, ঘি, মধু, সিরাপ বা শরবত অপবিত্র হয়ে গেলে তাতে সমপরিমাণ বা ততোধিক পানি ঢেলে পানি ফুটাতে হবে। পানি শেষ হবার পর পুনরায় ঐ পরিমাণ পানি দিয়ে আবার ফুটাতে হবে। এ ভাবে তিনবার ফুটালে তা পবিত্র হয়ে যায়।
- জমাট ঘি, চর্বি অথবা মধু যদি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে অপবিত্র অংশটুকু ফেলে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. তরল নাজাসাতে গালীযা কতটুকু নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়?
   ক. এক দিরহাম বা হাতের তালু পরিমাণ; খ. হাতের তালুর এক চতুর্থাংশের পরিমাণ;
   গ. দুর্গন্ধ না থাকলে যত পরিমাণই হোক; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

২. নাজাসাতে খফীফার কতটুকু নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়-
   ক. শরীরের যে অংশে লাগবে তার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ;
   খ. এক চতুর্থাংশ পরিমাণ; গ. দুই চতুর্থাংশ পরিমাণ;
   ঘ. কাঁচা এক টাকার পরিমাণ।

৩. চিনা মাটির পাতিল, বাটি ও কাঁচ ইত্যাদিতে নাজাসাতে হাকীকী লাগলে তা পবিত্র করা জন্য-
   ক. মুছে ফেলে নাপাকির চিহ্ন ও গন্ধ দূর করতে হয়;
   খ. শুধু মুছে ফেলতে হয়;
   গ. মোছার সঙ্গে সঙ্গে পানি দিয়েও ধুয়ে ফেলতে হয়;
   ঘ. পানি দিয়ে অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪. চাটাই, খাট, টেবিল ইত্যাদিতে তরল নাপাক লাগলে তা পবিত্র করার নিয়ম কী?
   ক. তা মুছে ফেললেই চলবে; খ. মোছার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে হবে;
   গ. তিন দিন পানিতে ফেলে রাখত হবে; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৫. অপবিত্র মাটি পবিত্র করতে হলে-
   ক. শুকিয়ে ফেলতে হবে; খ. পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে;
   গ. কিছু মাটি কেটে ফেলতে হবে; ঘ. অন্য মাটি দ্বারা লেপে নিতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নাজাসাত কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? লিখুন।
২. হাকীকী নাজাসাত কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।
৩. হুকমী নাজাসাত কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
৪. নাপাকের কতটুকু পরিমাণ নাপাক হিসেবে ধর্তব্য নয়? বর্ণনা করুন।
৫. হাকীকী নাজাসাত থেকে পবিত্র করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৬. বিভিন্ন বস্তু পাক করার নিয়ম আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নাজাসাত কাকে বলে? উদাহরণসহ এর প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. নাপাক বস্তু থেকে শরীর, অন্যান্য আসবাবপত্র ও মাটি পাক করার নিয়ম বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করুন।

পাঠ-২

অযু-গোসল ও তায়াম্মুম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- অযুর ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কী কী তা বলতে পারবেন;
- অযুর করার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন;
- অযু ভঙ্গের কারণগুলো লিখতে পারবেন;
- গোসলের প্রকারসমূহ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- গোসলের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কী কী তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- তায়াম্মুমের বিবরণ দিতে পারবেন;
- তায়াম্মুমের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো লিখতে পারবেন।

অযুর পরিচয়

অযু আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। শরীআতের পরিভাষায় নির্ধারিত নিয়মে নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করাকে অযু বলা হয়।

অযু আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। শরীআতের পরিভাষায় নির্ধারিত নিয়মে নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করাকে অযু বলা হয়।

পবিত্র কুরআন এসেছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তখন তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে।" (সূরা আল-মায়িদা : ৬)

অযুর ফরযসমূহ

অযুর মধ্যে কতিপয় কাজ আছে যা অবশ্য করণীয়। এগুলোকে অযুর ফরয বলে।

অযুর ফরয চারটি। এ চারটির মধ্য থেকে কোন একটি বাদ গেলে অযু পূর্ণ হবে না। ফরযগুলো হলো-

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া। অর্থাৎ মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল ধোয়া।
২. উভয় হাত কনুইসহ একবার করে ধোয়া।
৩. মাথার চারভাগের এক ভাগ একবার মাসেহ করা।
৪. উভয় পা গ্রন্থিসহ একবার করে ধোয়া।

অযুর সুন্নাতসমূহ

অযুর মধ্যে কতিপয় কাজ আছে যা করলে সাওয়াব হবে, না করলে কোন পাপ হবে না এবং অযুরও কোন ক্ষতি হবে না।

অযুর মধ্যে কতিপয় কাজ আছে যা করলে সাওয়াব হবে, না করলে কোন পাপ হবে না এবং অযুরও কোন ক্ষতি হবে না। যেমন-

১. বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম বলে অযু আরম্ভ করা।
২. প্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।
৩. ভালভাবে মিসওয়াক করা।
৪. উত্তমরূপে তিনবার (রোযাদার হলে সাবধানে) কুলি করা।
৫. তিনবার নাকে পানি দেওয়া।
৬. ঘন দাড়ি ভালভাবে খিলাল করা।
৭. হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।
৮. অযুর প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া।
৯. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা।
১০. উভয় কান মাসেহ করা।
১১. অযুর প্রত্যেক অঙ্গ উত্তমরূপে ধোয়া।

১২. অঙ্গসমূহ ক্রমানুসারে ধোয়া। অর্থাৎ প্রথমে মুখ, তারপর হাত ধোয়া, এরপর মাথা মাসেহ করা এবং সব শেষে পা ধোয়া।
১৩. অযু করার পূর্বে নিয়্যাত করা।
১৪. এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অন্য অঙ্গ ধোয়া।
১৫. ডান অঙ্গ আগে ধোয়া, অতঃপর বাম অঙ্গ ধোয়া।
১৬. হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে ধোয়া আরম্ভ করা।
১৭. মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে মাসেহ আরম্ভ করা।
১৮. ঘাড় মাসেহ করা।

অযুর মুস্তাহাবসমূহ
অযু করার সময় এমন কতিপয় কাজ আছে যেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উত্তম। এগুলোকে অযুর মুস্তাহাব বলে।

১. অযু করার সময় উঁচুস্থানে বসে অযু করা, যাতে পানির ছিটা গায়ে না পড়ে।
২. কাবার দিকে মুখ করে অযু করা।
৩. অযুর সময় (বিনা প্রয়োজনে) অন্যের সাহায্য না নেওয়া।
৪. অযুর সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা।
৫. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া।
৬. মাসেহ করার সময় কনিষ্ঠাঙ্গুলী কানের ছিদ্রে ঢুকান।
৭. হাত ধোয়ার সময় আংটি পরিষ্কার করে নেওয়া।
৮. কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় ডান হাত ব্যবহার করা।
৯. বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।
১০. অসুস্থ না হলে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে অযু করা।
১২. অযু শেষ করার পর কালিমায়ে শাহাদাত
أشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسو له পাঠ করা।
১৩. সবশেষে অযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা এবং এ দুআ পড়া

اللهم اجعلنى من التو ابين واجعلنى من المتطهر ين

অযু করার নিয়ম
অযুকারী ব্যক্তি প্রথমে এ নিয়্যাত করবে যে, সে পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায় এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্য অযু করছে।

তারপর কিবলা মুখী হয়ে কিছুটা উঁচু স্থানে বসবে, যাতে অযুর পানির ছিটা শরীরে বা কাপড়ে না পড়ে। তারপর 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে অযু আরম্ভ করবে। এরপর প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিবে। মিসওয়াক শেষে ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করবে। রোযাদার না হলে তিনবার গড়গড়া করে কুলি করবে। তারপর তিনবার এমনভাবে নাকে পানি দিবে যেন নাকের নরম মাংস পর্যন্ত তা পৌঁছে যায়। অবশ্য রোযাদার ব্যক্তি হলে এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করবে। বাম হাতে আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে। প্রত্যেকবার নাকে নতুন পানি দিবে। তারপর দু'হাতের তালু ভরে পানি নিয়ে তিনবার সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল এমনভাবে ধুয়ে নিবে যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুকনা না থাকে। দাড়ি ঘন হলে তা খিলাল করবে। তারপর দু'হাত কনুইসহ ভালোভাবে ধুয়ে নিবে। প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত তিনবার করে ধুবে। হাতে আংটি থাকলে এবং মেয়েলোকের হাতে চুড়ি-গয়না থাকলে তা নাড়াচাড়া করে নিবে, যেন সর্বত্র ভালোভাবে পানি পৌঁছে। তারপর দু'হাত ভিজিয়ে সম্পূর্ণ মাথা এবং কান মাসেহ করবে। মাসেহ করার পর দু'পা গোড়ালিসহ তিনবার ভালভাবে ধুয়ে নিবে। ডান হাত দিয়ে পানি ঢালবে এবং বাম হাত দিয়ে ঘষবে। বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করবে। ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে খিলাল শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলীতে শেষ করবে। বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুলে শেষ করবে।

যে সব কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়
নিম্নের যে কোন একটি কারণে অযু ভঙ্গ হয় হয়ে যায়-
১. পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে।
২. মেয়েলোক সন্তান প্রসব করলে।
৩. শরীরের যে কোন স্থান থেকে যে কোন অপবিত্র বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে। যেমন-রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি।
৪. বমির সাথে রক্ত, পুঁজ বের হলে অথবা মুখ ভরে বমি হলে।
৫. থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে বেশি বা সমান হলে তবে কফ বের হলে অযু নষ্ট হয় না।
৬. চিত বা কাত হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে।

৭. বেহুঁশ অথবা অচেতন হয়ে পড়লে।

শরীআতের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলা হয়।

৮. পাগল, মাতাল বা নেশাগ্রস্ত হলে।

৯. স্বামী-স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ কোন অন্তরায় ব্যতীত একত্র হলে বীর্যপাত ছাড়াও অযু নষ্ট হবে।

গোসল

গোসল আরবী শব্দ। অর্থ শরীর বা অন্য কিছু ধোয়া। শরীআতের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলা হয়।

গোসলের প্রকারভেদ : গোসল প্রধানত তিন প্রকার। যথা-ফরয গোসল, সুন্নাত গোসল ও মুস্তাহাব গোসল।

ফরয গোসল

সুন্নাত গোসল: যে গোসল অত্যাবশ্যক নয় তবে করলে সাওয়াব হয়, না করলে কোন অসুবিধা নেই তাকে সুন্নাত গোসল বলে।

যে গোসল অত্যাবশ্যক তাকে ফরয গোসল বলে। ১. জানাবাতের (অপবিত্র হওয়া) পরের গোসল, ২. হায়েয তথা মাসিক বন্ধ হওয়ার পরের গোসল ৩. নেফাসের (সন্তান প্রসবজনিত) রক্ত বন্ধ হওয়ার পরের গোসল।

সুন্নাত গোসল

যে গোসল অত্যাবশ্যক নয় তবে করলে সাওয়াব হয়, না করলে কোন অসুবিধা নেই তাকে সুন্নাত গোসল বলে। যেমন-জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য গোসল, দু'ঈদের নামাযের জন্য গোসল, হজ্জ অথবা উমরার ইহরামের জন্য গোসল। হাজীদের জন্য আরাফার দিন দুপুরের পর গোসল।

মুস্তাহাব গোসল

যে গোসল উত্তম যেমন- ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল, বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর গোসল। বালিগ হওয়ার লক্ষণ পাওয়া না গেলে ছেলে মেয়েদের বয়স পনের হওয়ার পর গোসল, মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সংজ্ঞাহীনতা দূর হওয়ার পর গোসল, শিঙ্গা লাগানোর পর গোসল, লাশ গোসল করানোর পর গোসল, মক্কা ও মদীনা শরীফে প্রবেশকালে গোসল, তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য গোসল, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য গোসল, ইস্তিস্কার নামাযের জন্য, ভয়ের নামাযের জন্য, দিনে অস্বাভাবিক অন্ধকার বা প্রচণ্ড ঝড়ের জন্য এবং তাওবার নামাযের জন্য গোসল ইত্যাদি।

গোসলের আহকাম (বিধানাবলি)

গোসলের ফরয : গোসলের ফরয তিনটি-১. গরগরার সাথে কুলি করা, ২. নাকে পানি দেওয়া এবং ৩. সমস্ত শরীর ধোয়া, যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুকনা না থাকে।

গোসলের সুন্নাত : 'বিস্‌মিল্লহির রাহমানির রাহীম' বলে শুরু করা, গোসলের নিয়্যাত করা, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। শরীর থেকে অপবিত্র বস্তু পৃথকভাবে ধুয়ে নেওয়া, লজ্জাস্থান পৃথকভাবে ধোয়া, অযু করা, মিসওয়াক করা এবং সম্পূর্ণ শরীরে তিনবার পানি দিয়ে ধোয়া।

গোসলের মুস্তাহাব

গোসলের মুস্তাহাব নিয়ম হল, প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। তারপর লজ্জাস্থান বিশেষভাবে ধোয়া। তারপর শরীরের কোথাও অপবিত্র বস্তু থাকলে তা বিশেষভাবে পরিষ্কার করা। এরপর দু'হাত ভালো করে ধুয়ে নামাযের অযুর ন্যায় অযু করা। ভাল করে কুলি করা এবং নাকের ভেতর ভালো করে পানি পৌঁছানো। গোসল যদি ফরয হয়, তাহলে 'বিসমিল্লাহ' ব্যতীত অন্য কোন দুআ পড়া। অযুর পর মাথার উপর এবং সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালা। নিয়ম হল প্রথমে ডান কাঁধের উপর, তারপর বাম কাঁধের উপর তিনবার করে পানি ঢালা। তারপর মাথা ও সমস্ত শরীরে উপর তিনবার পানি ঢালা। সবশেষে গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে উভয় পা ধোয়া।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ

১. স্ত্রী সহবাস বা অন্য কোন কারণে বীর্য বের হলে গোসল করা ওয়াজিব।

২. স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের ফলে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের উপর গোসল করা ওয়াজিব। বীর্যপাত হোক বা না হোক।

৩. হায়িয বা ঋতুস্রাব বন্ধ হলে।

৪. নিফাস বা সন্তান প্রসব জনিত রক্ত বন্ধ হলে।

তায়াম্মুমের বিবরণ

পবিত্র মাটি দ্বারা পাক হওয়ার নিয়্যাতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে 'তায়াম্মুম' বলা হয়।

'তায়াম্মুম' -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা করা। শরীআতের পরিভাষায় পবিত্র মাটি দ্বারা পাক হওয়ার নিয়্যাতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে 'তায়াম্মুম' বলা হয়। অযু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। তায়াম্মুম এর অনুমতি মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ দান। বস্তুত পবিত্রতা অর্জন করার আসল উপায় হল পানি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপি এমন অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে যে, কোনো স্থানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পাওয়া গেলেও পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা কারো পক্ষে অসম্ভব অথবা পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি অথবা প্রাণ নাশের আশংকা রয়েছে। এসব অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন। তার পদ্ধতিও বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে বান্দা দীনের উপর আমল করতে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"এবং তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এ মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা আল-মায়িদা : ৬)

যে সকল অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায়

- পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করা জায়েয। অপারগতা মানে পানি আছে কিন্তু ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয। অথবা পানি আছে তবে তার কাছে শত্রু অথবা হিংস্র প্রাণির কারণে যাওয়া যাচ্ছে না।
- সফরে পানি সঙ্গে আছে; কিন্তু সামনে কোথাও পানি পাওয়া না যেতে পারে অথবা অযু বা গোসল করলে সামান্য পানি শেষ হয়ে গেলে খাবার পানি না পাওয়ার আশংকা থাকলে।

তায়াম্মুমের নিয়মাবলি

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি

১. তায়াম্মুমের পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত করা
২. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা এবং
৩. তারপর উভয় হাত আবার পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নাত ৭টি

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে তায়াম্মুম আরম্ভ করা।
২. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়া।
৩. তারপর পিছনের দিকে নিয়ে আসা।
৪. হাত মাটিতে মারার পর মাটি ঝেড়ে ফেলা।
৫. মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখা।
৬. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর উভয় হাত মাসেহ করা।
৭. বিরতিহীনভাবে তায়াম্মুম করা অর্থাৎ দু'টি অঙ্গের মাসেহের মধ্যে বিলম্ব না করা।

তায়াম্মুমের মুস্তাহাব

যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, শেষ সময়ে পানি পাওয়া যাবে-এমন ব্যক্তির জন্য শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। আর যদি পানি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে,তাহলে তায়াম্মুম করে মুস্তাহাব সময়ে নামায আদায় করে নেবে।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

প্রথমে নিয়্যাত করবে, তারপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে তায়াম্মুম আরম্ভ করবে। এরপর দু'হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পাক মাটির উপর মেরে সামনের দিকে এগিয়ে নেবে। তারপর পিছনের দিক আনবে। হাতে বেশি ধুলাবালি লেগে গেলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা ফুঁ দিয়ে তা ফেলে দেবে। অতঃপর উভয় হাত দিয়ে এভাবে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা, যাতে চুল পরিমাণ স্থান বাদ না পড়ে। দ্বিতীয়বার এমনভাবে মাটির উপর হাত মেরে এবং হাত ঝেড়ে নিয়ে বাম হাতের তিন আঙ্গুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক থেকে শুরু করে কনুইসহ মাসেহ করবে। এরপর বাম হাতের তালুসহ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদত আঙ্গুলী দিয়ে কনুই থেকে আঙ্গুলী পর্যন্ত ভিতরের অংশ মাসেহ করবে এবং আঙ্গুলগুলো খিলাল করে নেবে। অনুরূপভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে। হাতে ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ করা জরুরী।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সে সব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, তাহলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ওযর অথবা রোগের কারণে যদি তায়াম্মুম করা হয়ে থাকে, সে ওযর বা রোগ দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয় সে সব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কোনটি অযুর ফরয?
   ক. মাথা মাসেহ করা;
   খ. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা;
   গ. কান ও ঘাড় মাসেহ করা;
   ঘ. কুলি করা।

২. কোনটি অযু ভঙ্গের কারণ?
   ক. হেলান দিয়ে নিদ্রা যাওয়া;
   খ. অযু করার পর বেশি বেশি কাঁদা;
   গ. শরীরের কোথাও থেকে রক্ত বের হয়ে যথাস্থানে থেকে যাওয়া;
   ঘ. থুথুর সঙ্গে রক্ত এলে রক্তের পরিমাণ থুথু থেকে কম হওয়া।

৩. অযু করার সময় সর্বপ্রথম
   ক. কুলি করতে হয়;
   খ. মিসওয়াক করতে হয়;
   গ. দু-হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নিতে হয়;
   ঘ. মুখমণ্ডল ধুয়ে নিতে হয়;

৪. কোনো জায়গায় পানি উঠিয়ে গোসল করলে, শেষ কাজটি হল-
   ক. অযু করা;
   খ. দোয়া পড়া;
   গ. কুলি করা;
   ঘ. গোসলের জায়গা থেকে সরে পা গুলো পুনরায় ধোয়া।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. অযু কাকে বলে? অযুর ফরয ক'টি ও কী কী? বর্ণনা করুন।
২. অযুর সুন্নাতসমূহ লিখুন।
৩. অযু করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৪. অযু ভঙ্গের কারণগুলো বর্ণনা করুন।
৫. গোসল কাকে বলে, গোসল কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।
৬. গোসলের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো বর্ণনা করুন।
৭. গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণগুলো লিখুন।
৮. তায়াম্মুম কাকে বলে? তায়াম্মুম করার কারণ ও অবস্থাসমূহ আলোচনা করুন।
৯. তায়াম্মুমের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো লিখুন।
১০. তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করুন এবং তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. অযু কাকে বলে? অযুর বিধানাবলি বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. গোসল কাকে বলে? গোসলের প্রকারভেদ ও বিধানাবলি বিস্তারিতভাবে লিখুন।
৩. তায়াম্মুম কাকে বলে? তায়াম্মুমের বিধানাবলি বিশদ আকারে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩

শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্রকরণ

উদ্দেশ্য
এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- পানির প্রাকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্র করার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন

তাহারাত (পবিত্রতা) শুধু সেই পানি দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে যা স্বয়ং পবিত্র। অপবিত্র পানি দ্বারা যেমনিভাবে অযু গোসল হতে পারে না, অনুরূপভাবে কোন অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হতে পারে না। বরঞ্চ এর দ্বারা পবিত্র জিনিসই অপবিত্র হয়ে যায়। এজন্য পানি পবিত্র-অপবিত্র হওয়ার বিধান ও মাসআলা ভালোভাবে জেনে নেয়া দরকার যাতে নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

তাহারাত (পবিত্রতা) শুধু সেই পানি দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে যা স্বয়ং পবিত্র। অপবিত্র পানি দ্বারা যেমনিভাবে অযু গোসল হতে পারে না অনুরূপভাবে কোন অপবিত্র বস্তু ও পবিত্র হতে পারে না।

পানির প্রকারভেদ

মৌলিক পানি দুইভাগে বিভক্ত : পবিত্র পানি ও অপবিত্র পানি।

পবিত্র পানি

পবিত্রতা অর্জনের দিক দিয়ে পবিত্র পানি চার রকম

১. **তাহের মুতাহহের গায়ের মাকরূহ :** অর্থাৎ এমন পানি যা নিজেও পবিত্র এবং যা কোন ঘৃণার উদ্রেক ছাড়াই অন্যকে পবিত্র করতে পারে। যেমন- বৃষ্টির পানি, নদী, সমুদ্র, পুকুর, নালা, ঝর্ণা, কূপ, টিউবওয়েল প্রভৃতির পানি (মিঠা হোক অথবা লোনা) শিশির অথবা বরফ এর পানি। কোন প্রকার ঘৃনা ব্যতিরেকেই এ সব পানি দিয়ে অযু গোসল করা যাবে এবং অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র করা যাবে।

২. **তাহের মুতাহহের মাকরূহ :** এমন পানি যা নিজে পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করতে সক্ষম তবে ঘৃণার উদ্রেককারী। যেমন- কোন ছোট শিশু পানিতে হাত দিল তার হাত যে নাপাক ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে সন্দেহ হয়। অথবা বিড়াল বা এমন কোন প্রাণি মুখ দিল যার ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। অতএব এমন পানিতে অযু গোসল করা বৈধ তবে মাকরূহ হবে।

৩. **তাহের গায়ের মুতাহহের :** এমন পানি যা নিজে পবিত্র কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে সক্ষম নয় অর্থাৎ এমন পানি যা দ্বারা কেউ অযু করল অথবা গোসল করল কিন্তু শরীরে কোন নাজাসাত তার নেই। এমন পানি যদি কারও শরীর অথবা কাপড়ে লাগে তাহলে নাপাক হবে না। কিন্তু এ পানি দিয়ে অযু-গোসল হবে না।

৪. **মাশকুক :** পবিত্র অথবা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যেমন- যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিল, সে পানির হুকুম এই যে, এ পানি দিয়ে অযু করার পর তায়াম্মুমও করতে হবে।

মায়ে নাজাসাত বা নাপাক পানি

অপবিত্র পানি তিন প্রকার।

১. **অপবিত্র পানি :** প্রবাহমান পানিতে অপবিত্র বস্তু পড়ার কারণে সব পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ বদলে গেলে।

২. **অপবিত্র আবদ্ধ পানি :** পানিতে নাজাসাত পড়ার কারণে সব পানির রং গন্ধ এবং স্বাদ বদলে গেলে।

৩. **কালীল রাকেদ :** অল্প আবদ্ধ পানি। এ জাতীয় পানি যদি সামান্য নাজাসাত (অপবিত্র বস্তু) পড়ে এবং তার দ্বারা পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদে কোন পরিবর্তন না আসে, তথাপিও সে পানি অপবিত্র হিসেবে গণ্য।

শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্য বস্তু পবিত্রকরণ

◆ কাপড়ে অপবিত্র বস্তু লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রত্যেক বার ভালোভাবে নিংড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধোয়ার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায় কিংবা দাগ থাকে তাতে

কোন দোষ নেই, কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে।

- কাপড়ে যদি বীর্য লাগে এবং শুকিয়ে যায়, তাহলে আচড়ে তুলে ফেললে অথবা হাত দ্বারা মর্দন করে তুলে ফেললে পবিত্র হয়ে যায়। যদি বীর্য খুব তরল হয় এবং শুকিয়ে যায় তাহলে ধুয়ে নিলেই পাক হবে।
- পানির মতো যে সব জিনিস তরল অথচ তৈলাক্ত নয়, তাহলে তা দিয়ে কাপড়ে লাগা নাজাসাত ধুয়ে পবিত্র করা যায়।
- প্রবাহিত পানিতে কাপড় ধোয়ার সময় নিংড়ানোর দরকার নেই। কাপড়ের একদিক থেকে অন্যদিকে পানি চলে গেলেই যথেষ্ট।
- কাপড় যদি এমন হয় যে, চাপ দিয়ে নিংড়াতে গেলে তা ছিড়ে যাবে, তাহলে তিনবার ধুয়ে নিলে সেরে যাবে। তারপর হাত দিয়ে অথবা অন্য কিছু দিয়ে এমনভাবে চাপ দিতে হবে যেন পানি বেরিয়ে যায় এবং কাপড়ও না ছিড়ে।
- অপবিত্র তেল, ঘি বা অন্য কোন তেল যদি কাপড়ে লাগে, তাহলে তিনবার ধুয়ে নিলে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও তেলের তৈলাক্ততা কাপড়ে অবশিষ্ট থেকে যায়। তেলের সাথে মিশ্রিত অপবিত্র বস্তু তিনবার ধুয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যায়।
- যদি মৃত জন্তুর চর্বি দ্বারা কাপড় নাপাক হয় তাহলে তিনবার ধুইলেই যথেষ্ট হবে না, তৈলাক্ততা দূর করে ফেলতে হবে।
- চাটাই, বড় সতরঞ্চি, কার্পেট বা এ ধরনের কোন বিছানাপত্র যা নিংড়ানো যায় না, তার উপর যদি নাজাসাত লাগে তাহলে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তার উপর তিনবার পানি ঢালতে হবে। প্রত্যেকবার পানি ঢালার পর তা শুকাতে হবে। শুকাবার অর্থ এই যে, তার উপর কিছু রাখলে তা যেন ভিজে না ওঠে।
- নাপাক রঙে রং করা কাপড় পাক করার জন্য এমনভাবে ধুতে হবে যেন পরিষ্কার পানি আসতে থাকে। তারপর রং থাক বা না থাক কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে।
- মোজা, জুতা অথবা চামড়ার তৈরি অন্যান্য জিনিস যদি নাপাক হয়ে যায়, আর নাপাক জমাটবাঁধা ঘন হয়, যেমন-গোবর, পায়খানা, রক্ত, বীর্য প্রভৃতি, তাহলে নাজাসাত ঘষে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে।

  আর নাপাক যদি তরল হয় এবং শুকিয়ে যাওয়ার কারণে দেখা না যায়, তাহলে না ধোয়া পর্যন্ত তা পবিত্র হবে না। ধুয়ে ফেলার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বার ধোয়ার পর এতটা বিলম্ব করতে হবে যেন পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তিনবার ধুতে হবে।
- কাপড়ে নাপাক লাগলে তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকবার ভালো করে চাপ দিয়ে নিংড়াতে হবে। ভালো করে নিংড়িয়ে ধোয়ার পরও যদি দুর্গন্ধ থেকে যায়, কিংবা দাগ থাকে তাতে কোন দোষ নেই, পবিত্র হয়ে যাবে।
- নাপাক যদি এমন জিনিসে লাগে যা নিংড়ানো যায় না। যেমন-খাট, পালং, মাদুর, পাটি, চাটাই, মাটির পাত্র, কলস, বাসন, চীনা মাটির প্লেটে, পেয়ালা, বোতল ইত্যাদি। তবে তা পবিত্র করার নিয়ম এই যে, একবার ধুয়ে এমনভাবে রাখতে হবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায়। এরপর আবার ধুতে হবে এরূপ তিনবার ধুয়ে নিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে।
- দু'পাট্টা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাট্টা যদি পবিত্র ও অপর পাট্টা অপবিত্র হয়, তাহলে ঐ পবিত্র পাট্টার উপর নামায আদায় করলে নামায আদায় হয়ে যাবে।

অল্প আবদ্ধ পানিঃ এজাতীয় পানিতে যদি সামান্য নাজাসাত (অপবিত্র বস্তু) পড়ে এবং তার দ্বারা পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদে কোন পরিবর্তন না আসে, তথাপিও সে পানি অপবিত্র হিসেবে গণ্য।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. পবিত্র পানি কত প্রকার?
   ক. ৩ প্রকার;
   খ. ১ প্রকার;
   গ. ৪ প্রকার;
   ঘ. ৫ প্রকার।

২. অপবিত্র পানি কত প্রকার?
   ক. ২ প্রকার;
   খ. ৪ প্রকার;
   গ. ৩ প্রকার;
   ঘ. ৫ প্রকার।

৩. তাহির মুতাহহের পানি হল-
   ক. অপবিত্র পানি;
   খ. সন্দেহ যুক্ত পানি;
   গ. পবিত্র পানি;
   ঘ. নষ্ট পানি।

৪. চিনা মাটির পাতিল, বাটি, কাঁচ ইত্যাদিতে নাজাসাত হাকীকী লাগলে তা পবিত্র করার জন্য-
   ক. মুছে ফেলে নাপাকির চিহ্ন ও গন্ধ দূর করতে হয়;
   খ. শুধু মুছে ফেলতে হয়;
   গ. মোছার সঙ্গে সঙ্গে পানি দিয়েও ধুয়ে ফেলতে হয়;
   ঘ. পানি দিয়ে অবশ্যই ধুয়ে ফেলতে হয়।

৫. চাটাই, খাট, টেবিল ইত্যাদিতে তরল নাপাক লাগালে তা পবিত্র করার নিয়ম কী?
   ক. তা মুছে ফেললেই চলবে;
   খ. মোছার সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে হবে;
   গ. তিন দিন পানিতে ফেলে রাখতে হবে;
   ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. পবিত্র পানি কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করুন।
২. অপবিত্র পানি কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।
৩. পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করার নিয়ম আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. পানির প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু পবিত্র করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।